DOI: http://dx.doi.org/10.58666/iab ISSN: 1813-0372 E-ISSN: 2518-9530

ইসলামী আইন ও বিচার

বর্ষ : ২০ সংখ্যা : ৭৯ ও ৮০
জুলাই-সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর-ডিসেম্বর:২০২৪
DOI: 10.58666/iab.v20i79-80

Journal of Islamic Law and Justice
مجلة القانون والقضاء الإسلامي
ত্রৈমাসিক গবেষণা জার্নাল
www.islamiainobichar.com

INDEXED BY

বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার

ISLAMI AIN O BICHAR
ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ২০ সংখ্যা : ৭৯ ও ৮০

প্রকাশনায় : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার-এর পক্ষে মোঃ শহীদুল ইসলাম

প্রকাশকাল : জুলাই-সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর-ডিসেম্বর:২০২৪

যোগাযোগ : বাংলাদেশ ইসলামিক ল' রিসার্চ এন্ড লিগ্যাল এইড সেন্টার
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, নোয়াখালী টাওয়ার
স্যুট-১৩/বি, লিফ্ট-১২, ঢাকা-১০০০
ফোন : ০২-২২৩৩৫৬৭৬২, ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
e-mail: islamiainobichar@gmail.com
web: www.islamiainobichar.com

সম্পাদনা বিভাগ : ০২-২২৩৩৫৬৭৬২
E-mail : editor@islamiainobichar.com

বিপণন বিভাগ : ফোন : ০২-২২৩৩৫৬৭৬২
মোবাইল : ০১৭৬১-৮৫৫৩৫৭
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com
web: www.ilrcbd.org

অলংকরণ : আলমগীর হোসাইন

দাম : ১৫০ টাকা US $ 10

Published by Md. Shohidul Islam on behalf of Bangladesh Islamic Law Research and Legal Aid Centre. 55/B, Purana Paltan, Dhaka-1000, Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Maghbazar, Dhaka. Price Tk. 150 US $ 10

[জার্নালে প্রকাশিত লেখার সকল তথ্য, তত্ত্ব ও মতামতের দায়-দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট লেখক/ গবেষকগণের। কর্তৃপক্ষ বা সম্পাদনার সাথে সংশ্লিষ্ট কেউ প্রকাশিত তথ্য, তত্ত্ব ও মতামতের জন্য দায়ী নন।]

ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

প্রধান সম্পাদক
প্রফেসর ড. আবু বকর রফিক আহমদ

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
প্রফেসর ড. আহমদ আলী

নির্বাহী সম্পাদক
মোঃ শহীদুল ইসলাম

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মদ রুহুল আমিন রব্বানী

উপদেষ্টা পরিষদ

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. এম. কবির হাসান
নিউ অরলিন্স বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র

প্রফেসর ড. সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম
লেকহেড বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা

প্রফেসর ড. হাবিব আহমেদ
ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্য

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আমানুল্লাহ
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মালয়েশিয়া

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইসমাঈল
আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

ড. আব্দুল্লাহ এম নোমান
ইউনিভার্সিটি অফ নর্থ ক্যারোলিনা, পেমব্রুক, যুক্তরাষ্ট্র

ড. মুহাম্মদ সাইদুল ইসলাম
নানওয়াং টেকনলোজি বিশ্ববিদ্যালয়, সিঙ্গাপুর

সম্পাদনা পরিষদ

প্রফেসর ড. বেগম আসমা সিদ্দীকা
আইন ও বিচার বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. আ. ক. ম. আবদুল কাদের
আরবী বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. মো. ইকবাল হোছাইন
পরিচালক, আইআইইআর
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

প্রফেসর ড. মোঃ সিরাজুল ইসলাম
দর্শন ও তুলনামূলক ধর্ম বিভাগ
বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ মসিহুর রহমান
আরবি বিভাগ, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

প্রফেসর ড. যুবায়ের মুহাম্মদ এহসানুল হক
আরবি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রবন্ধকারের জ্ঞাতব্য

ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা (ISSN-1813-0372/ E-ISSN- 2518-9530) বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিবন্ধিত (রেজি. নং: DA-6100) একটি ত্রৈমাসিক একাডেমিক রিসার্চ জার্নাল। যা ২০০৫ সাল থেকে প্রতি তিন মাস অন্তর নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এ জার্নালে প্রকাশিতব্য প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্যাবলি নিম্নরূপ:

* **প্রবন্ধের বিষয়বস্তু:** এ জার্নালে ইসলামের অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, আইনতত্ত্ব, বিচারব্যবস্থা, ব্যাংক, বীমা, আধুনিক ব্যবসায়-বাণিজ্য, ফিক্‌হশাস্ত্র, ইসলামী আইন, মুসলিম শাসকদের শাসন ও বিচারব্যবস্থা, মুসলিম সমাজ ও বিশ্বের সমসাময়িক সমস্যা ও এর ইসলামী সমাধান এবং তুলনামূলক আইনী ও ফিক্‌হী পর্যালোচনামূলক প্রবন্ধকে গুরুত্ব দেয়া হয়।
* **পাণ্ডুলিপি তৈরি:** পাণ্ডুলিপি অবশ্যই লেখক/লেখকগণের মৌলিক গবেষণা (Original Research) হতে হবে। অন্যের লেখা থেকে গৃহীত উদ্ধৃতির পরিমাণ প্রবন্ধের একচতুর্থাংশের কম হতে হবে। যৌথ রচনা হলে আলাদা পৃষ্ঠায় লেখকগণের কে কোন অংশ রচনা করেছেন বা প্রবন্ধ প্রণয়নে কে কতটুকু অবদান রেখেছেন তার বিবরণ দিতে হবে।
* **প্রবন্ধের ভাষা ও বানান রীতি:** প্রবন্ধটি বাংলা ভাষায় রচিত হতে হবে। তবে প্রয়োজনে ভিন্ন ভাষার উদ্ধৃতি প্রদান করা যাবে। প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বাংলা বানান রীতি অনুসরণ করতে হবে, তবে আরবী শব্দের ক্ষেত্রে ইসলামী ভাবধারা অক্ষুণ্ন রাখা যাবে।
* **প্রবন্ধের কাঠামো:** প্রবন্ধের শুরুতে প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, ব্যবহৃত গবেষণা পদ্ধতি ও গবেষণান্তে প্রাপ্ত ফলাফল সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে ১০০-১৫০ শব্দের মধ্যে একটি সারসংক্ষেপ (Abstract) থাকতে হবে। সারসংক্ষেপের অব্যবহিত পরে সর্বাধিক ৫টি মূলশব্দ (Keywords) উল্লেখ করতে হবে। অতঃপর প্রবন্ধের শিরোনাম, লেখকের নাম ও পদবী, সারসংক্ষেপ এবং মূলশব্দের ইংরেজি অনুবাদ দিতে হবে। প্রবন্ধে ভূমিকা, উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জিও উল্লেখ থাকতে হবে।
* **উদ্ধৃতি উপস্থাপন:** এ পত্রিকায় তথ্যনির্দেশের জন্য Chicago Manual of Style এর Author-Date পদ্ধতি অবলম্বনে ইন-টেক্সট উদ্ধৃতি ও গ্রন্থপঞ্জি থাকতে হবে। ব্যবহৃত তথ্যসূত্র ও গ্রন্থপঞ্জি ইংরেজি প্রতিবর্ণায়নে উল্লেখ করতে হবে।
* **প্রবন্ধ জমাদান প্রক্রিয়া:** পাণ্ডুলিপি বিজয় কী-বোর্ড এর SutonnyMJ অথবা ইউনিকোড কী-বোর্ড এর Solaimanlipi ফন্টে কম্পিউটার কম্পোজ করে ইসলামী আইন ও বিচার জার্নালের নিজস্ব ওয়েব সাইট www.islamiainobichar.com এ গিয়ে প্রদত্ত নির্দেশনার আলোকে আপলোড করতে হবে। বিকল্প হিসেবে প্রবন্ধের সফট কপি জার্নালের ই-মেইলে (islamiainobichar@gmail.com) পাঠানো যেতে পারে।
* **প্রকাশের জন্য লেখা নির্বাচন:** জমাকৃত প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য কমপক্ষে দু'জন বিশেষজ্ঞ দ্বারা পিয়ার রিভিউ (Double Blind Peer Review) করানো হয়। রিভিউ রিপোর্ট এবং সম্পাদনা পরিষদের মতামতের ভিত্তিতে প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য চূড়ান্ত করা হয়।
* **লেখা প্রকাশ:** প্রকাশের জন্য নির্বাচিত প্রবন্ধ জার্নালের যে কোন সংখ্যায় প্রিন্ট ও অনলাইন উভয় ভার্সনে প্রকাশিত হয়।

প্রবন্ধ রচনার বিস্তারিত নীতিমালা জার্নালের ওয়েব সাইট www.islamiainobichar.com-এ দেখা যাবে।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ০৬

খাদ্যে ভেজাল মিশ্রণে ক্রেতার আচরণগত ভূমিকা: ইসলামী দৃষ্টিকোণ.....০৯
আমিরুল ইসলাম

বিশেষজ্ঞ আলেমদের দৃষ্টিতে 'আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ': প্রাক-আধুনিক ও আধুনিক সময়ের আলোকে একটি বিশ্লেষণ..... ৩৭
বুরহান আল মাহমুদ

বায়ুদূষণ প্রতিরোধে ইসলামের পদক্ষেপ : বাংলাদেশের আইনের পরিপ্রেক্ষিতে একটি পর্যালোচনা..... ৬৩
সাইফুল ইসলাম

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ ও ২০২১ এ মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক ও পরীক্ষা পদ্ধতি একটি পর্যালোচনা..... ৮৫
মোহাম্মদ নাছের উদ্দিন, ছাইয়্যেদ মোঃ মাহবুব জাবেরি
মোহাম্মদ মোফাজ্জল হোসাইন রাসেল, মো. মহি উদ্দিন

দরিদ্রতা হ্রাসে 'সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট' এর কার্যক্রম : একটি পর্যালোচনা.. ১১১
জুয়েল মোহাম্মদ জিয়াউল হক (ফয়েজী)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

সম্পাদকীয়

আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে ইসলামী আইন ও বিচার জার্নালের ৭৯ ও ৮০ তম যৌথ সংখ্যা প্রকাশিত হলো। এবারের সংখ্যায় মুসলিম সমাজের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে পাঁচটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

শুরুতেই রয়েছে "খাদ্যে ভেজাল মিশ্রণে ক্রেতার আচরণগত ভূমিকা: ইসলামী দৃষ্টিকোণ" শীর্ষক প্রবন্ধ। এ প্রবন্ধে খাদ্যে ভেজাল এবং এর প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যেখানে খাদ্যক্রেতার আচরণকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। খাদ্যে ভেজাল শুধুমাত্র বিক্রেতাদের একক দোষ নয়; এটি একটি সামগ্রিক সমস্যা, যেখানে ক্রেতা, বিক্রেতা, খাদ্য তদারকি সংস্থা এবং সমাজের অন্যান্য সদস্যদেরও দায়দায়িত্ব রয়েছে। এই প্রবন্ধে বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করা হয়েছে খাদ্যক্রেতার আচরণ, তাদের সচেতনতার অভাব এবং বিভিন্ন মানসিকতার ফলে খাদ্যে ভেজালের পরিস্থিতি তৈরী হয়। গবেষণার ফলাফল অনুযায়ী, খাদ্যক্রেতাদের মধ্যে BSTI লোগো যাচাই, খাদ্যপণ্যের মেয়াদ যাচাই, সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য (MRP) এবং ক্রয় রসিদ সংগ্রহে সচেতনতার অভাব লক্ষ্য করা গেছে। ক্রেতারা সাধারণত এগুলোর দিকে মনোযোগ দেন না, যার ফলে বাজারে ভেজাল খাদ্য আগমনের পথ সহজ হয়। পাশাপাশি, ক্রেতাদের মধ্যে একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে যেখানে তারা মূল্যের তুলনায় পণ্যের মানে কম মনোযোগ দেন। ক্রেতা যখন পণ্যটির মানের চেয়ে দাম কমানোর প্রতি বেশি মনোযোগ দেন, তখন বিক্রেতারা তাদের প্রবণতাকে কাজে লাগিয়ে নিম্নমানের পণ্য ধরিয়ে দেয়, যা খাদ্যে ভেজাল মিশ্রণের অন্যতম কারণ। এছাড়াও, খাদ্য সংকটের সময় ক্রেতারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য কিনতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে, যার ফলে বাজারে খাদ্য পণ্যে ঘাটতি দেখা দেয়, যা ভেজাল খাদ্যের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে। খাদ্য উৎপাদন ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নিয়ম-নীতি না মেনে চলা এবং জবাবদিহিতা না থাকার ফলে ভেজাল খাদ্যের সঞ্চালন বেড়ে যায়। এ প্রবন্ধে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যেখানে ইসলামের মৌলিক নীতি অনুযায়ী ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সততা, বিশ্বস্ততা এবং অন্যের ক্ষতি না করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই গবেষণা প্রবন্ধটি খাদ্য বিষয়ক গবেষক, শিক্ষার্থী এবং নীতি নির্ধারকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এটি বাজারে ভেজাল খাদ্য প্রতিরোধের ক্ষেত্রে কার্যকরী দিকনির্দেশনা প্রদান করে। প্রবন্ধে উপস্থাপিত গবেষণার ফলাফল এবং সুপারিশগুলো সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে এবং খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়।

একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ইসলাম মানবজীবনের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোতে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেছে। এ সব দিক-নির্দেশনার ওপর ভিত্তি করে বিশেষজ্ঞ আলেমগণ বিভিন্ন তত্ত্ব ও পরিভাষা উদ্ভাবন করে ইসলামী জ্ঞানগত ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা হলো 'আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ', যা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জ্ঞানী এবং কর্তৃত্বশীল ব্যক্তিদের ভূমিকা নির্দেশ করে। এই পরিভাষাটি ইসলামী শাসন ও বিচারব্যবস্থায় এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। "বিশেষজ্ঞ আলেমদের দৃষ্টিতে 'আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ': প্রাক-আধুনিক ও আধুনিক সময়ের আলোকে একটি বিশ্লেষণ" শীর্ষক প্রবন্ধে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে 'আহলুল হাল্ল ওয়াল আকদ' পরিভাষার গুরুত্ব এবং সময়ের বিবর্তনে এর চিন্তাগত ভিন্নতা আলোচিত হয়েছে। প্রবন্ধটি বিশেষভাবে এই চিন্তাগত পার্থক্য এবং তার পেছনের ইতিহাস ও কারণগুলো বিশ্লেষণ করেছে, যেগুলোর মধ্যে এক ধরনের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বাস্তবতা রয়েছে। সময়ের সঙ্গে মুসলিম সমাজে যেসব সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন এসেছে, তা এই পরিভাষার ব্যাখ্যায় প্রভাব ফেলেছে। উক্ত পরিবর্তনগুলো কীভাবে মুসলিম সমাজের জ্ঞানী ব্যক্তিদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করেছে এবং নতুন চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছে, তা আলোচিত হয়েছে। পাঠক এই প্রবন্ধের মাধ্যমে অনুধাবন করতে পারবেন যে, উক্ত চিন্তাগত পার্থক্যসমূহ সমন্বিত করা একটি জটিল কাজ, যেখানে ধর্মীয় ঐতিহ্য, সামাজিক বাস্তবতা এবং আধুনিক চিন্তা একে অপরকে প্রভাবিত করে।

"বায়ুদূষণ প্রতিরোধে ইসলামের পদক্ষেপ: বাংলাদেশের আইনের পরিপ্রেক্ষিতে একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধে বায়ুদূষণের বিষয়টি ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যেখানে বাংলাদেশের পরিবেশগত চ্যালেঞ্জ এবং বায়ুদূষণ প্রতিরোধে ইসলামের নির্দেশনা গুরুত্ব পেয়েছে। বর্তমান সময়ে পরিবেশ দূষণ, বিশেষ করে বায়ুদূষণ, একটি বৈশ্বিক সমস্যা হিসেবে সামনে এসেছে এবং এটি মানবজাতির জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিল্পায়ন ও প্রযুক্তির উন্নতির পাশাপাশি বায়ুদূষণ একটি অপরিহার্য দুষ্প্রতিক্রিয়া হয়ে দেখা দিয়েছে, যা মানুষের স্বাস্থ্য ও জীবনের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলছে। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশে বায়ুদূষণের প্রভাব অধিক অনুভূত হচ্ছে এবং এর ফলে অনেক ধরনের রোগ এবং মৃত্যুর ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে। প্রবন্ধে এই সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশের বর্তমান আইনী বিধি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধে বায়ুদূষণের চিত্র বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং কীভাবে ইসলামী নীতিমালা বায়ুদূষণ রোধে সহায়ক হতে পারে তা আলোচনা করা হয়েছে। এই প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে, পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে শুধু সরকারী আইনই যথেষ্ট নয়; এক্ষেত্রে ইসলামী নীতিগুলোর অনুসরণ এবং মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দূষণের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। ইসলামের প্রতি মানুষের বিশ্বাস এবং ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে যে শিক্ষা পাওয়া যায়, তা পরিবেশগত সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে এবং বাংলাদেশে বায়ুদূষণকে সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনার জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণে সাহায্য করতে পারে।

বিগত স্বৈরাচারি শাসনামলে বাংলাদেশে জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ এর অধীনে প্রণীত পাঠ্যপুস্তক নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। পাঠ্যপুস্তকগুলোতে ইসলামী সংস্কৃতি এবং মূল্যবোধের বিকৃত উপস্থাপন, মাদরাসা শিক্ষার্থীদের তবলা এবং নাচগান শেখানো, মুসলিম মনীষীদের জীবনী এবং কবিতা বাদ দেওয়া এবং শিশুদের শারীরিক পরিবর্তন সম্পর্কিত অপ্রয়োজনীয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। "জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ ও ২০২১ এ মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক ও পরীক্ষা পদ্ধতি: একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধে এ ধরনের বিতর্কিত বিষয় চিহ্নিত করে এসব বিষয় কিভাবে ইসলামের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়েছে, তা বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে পাঠকদের বিতর্কিত বিষয়গুলো সম্পর্কে অবহিত হওয়ার এবং গবেষকদের সুপারিশের আলোকে শিক্ষাক্রম বিন্যাসের সুযোগ তৈরি হবে।

দরিদ্রতা নিরসনে ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান হলো যাকাত। বিশ্বব্যাপী দরিদ্রতা হ্রাসের জন্য বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করা হলেও, বাস্তবে দরিদ্রতার পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে, ইসলামের বিধান অনুসারে যাকাত প্রদানের মাধ্যমে দরিদ্রতা হ্রাসের সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল। "দরিদ্রতা হ্রাসে 'সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট' এর কার্যক্রম: একটি পর্যালোচনা" শীর্ষক প্রবন্ধে যাকাত আদায় এবং এর বণ্টন ব্যবস্থাপনায় সঠিক পদ্ধতি অনুসরণের গুরুত্ব তুলে ধরে 'সেন্টার ফর যাকাত ম্যানেজমেন্ট' এর কার্যক্রমকে একটি মডেল হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, সরকারি, বে-সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগের মাধ্যমে যাকাতের সঠিক ব্যবস্থাপনা করলে সমাজে অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব, যা দরিদ্রতা হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে যে, যাকাত কেবল একটি ধর্মীয় দায়িত্ব নয়, বরং এটি এমন এক সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যা সমাজে ধনী-গরীবের ব্যবধান কমানোর পাশাপাশি প্রান্তিক জনগণের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা নিশ্চিত করতে সহায়ক। এই প্রবন্ধের মাধ্যমে সরকার এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে যাকাত ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব ও প্রভাব সম্পর্কে আরও সচেতন হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

ইসলামী আইন ও বিচার জার্নালের ৭৯ ও ৮০ তম যৌথ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রতিটি প্রবন্ধ গুরুত্বপূর্ণ যা আধুনিক সময়ের ইসলামী চিন্তাধারা এবং সমসাময়িক প্রসঙ্গগুলো সঠিকভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। এই প্রবন্ধগুলো আধুনিক ইসলামী চিন্তাধারার বিভিন্ন দিক উন্মোচন করেছে এবং এটি পাঠকদের জন্য একটি মূল্যবান উৎস হিসেবে কাজ করবে। আশা করা যায়, প্রবন্ধগুলো থেকে পাঠকগণ সমৃদ্ধ হবেন এবং বর্তমান সংখ্যাটি বরাবরের মতোই পাঠকদের মুগ্ধ করবে।

মহান আল্লাহ এ প্রচেষ্টাকে কবুল করুন।

- প্রধান সম্পাদক